[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় ভৈরব নদী ও কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করে বিক্রি:নিরব প্রশাসন

দামুড়হুদায় প্রকাশ্যে কৃষি জমি-ভৈরব নদীর মাটি উত্তোলন করে বিক্রি করছে চিহ্নিত ভূমিদস্যুরা। অবৈধভাবে ভৈরব নদী ও কৃষি জমির মাটি উত্তোলন করেও তারা রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভূমিদস্যুরা অবৈধ পন্থায় মাটি উত্তোলন করলেও প্রশাসন রয়েছে নিরব।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের পাঠাচোরা গ্রামের ভৈরব নদীর তীরবর্ত্তী স্থান থেকে অদৃশ্য কারণে প্রতিদিন ভেকু মেশিনের সাহায্যে ১৫ টি অবৈধ ট্রাক্টর যোগে মাটি কেটে উপজেলার বিভিন্ন অবৈধ ইটের ভাঁটায় বিক্রি করছেন ভূমিদস্যু সিন্ডিকেটের সক্রিয় সদস্যরা। তবে পাঠাচোরা থেকে কে বা কাহারা ভৈরবের মাটি চুরি করে বিক্রি করছেন এমন তথ্য স্থানীয়রা সঠিক ভাবে না জানালেও তারা জানান উপজেলার সদর ইউনিয়নের বদনপুর ও নাপিতখালী গ্রামের দুইজন এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

ঘটনাস্থলে দেখা যায় চুরি করা ভৈরব নদীর পাড় থেকে মাটি ট্রাক্টরে নেওয়ার জন্য সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বেশকিছু ট্রাক্টর। আর এ সকল ট্রাক্টরগুলোতে মাটি ভর্তি করে দিতে সাহায্য করছেন ভেকু মেশিন নামক দানব যন্ত্রটি। যন্ত্রটি একে একে ট্রাকগুলোতে মাটি ভরাট করে দিচ্ছে, মাটি ভরা শেষ হলেই ঘটনাস্থল থেকে অবৈধ ট্রাক্টরগুলো ছুটছে গন্তব্য স্থানে। আর এভাবেই উল্লেখিত স্থান থেকে প্রতিনিয়তই সকাল ৬ টা থেকে চলছে মাটি চুরি করে বিক্রি’র উৎসব।

সচেতন মহল বলছেন, ভৈরব নদী খনন কাজের মাটি দিয়ে নদীর পাড় না বেধে তা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভূমিদস্যুরা চুরি করে নিজের ব্যাক্তিগত সম্পত্তির মতো করে অবাধে বিক্রি করে আসছেন। মাটি গুলো রাতের আঁধার কিংবা দিনের আলোতে প্রকাশ্যে বিক্রি করছেন ইটের ভাঁটাতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সংশ্লিষ্টারা দেখেও না দেখার ভান করছন, এটি খুবই দুঃখজনক। তাঁরা আরও জানান, এতে করে নদী পাড়ের কৃষি জমি ভাঙ্গন সহ আশপাশের রাস্তা ও বাড়ি ঝুঁকিতে থাকবেন। ফলে দ্রুত ভৈরব নদীর মাটি চুরি বন্ধে প্রশাসন কঠোর হস্তক্ষেপ

প্রয়োজন।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: আব্দুল আলিমের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, এ বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানিনা। আর বিশেষ করে ভূমিদস্যুদের সাথে আমি কোন সম্পর্ক রাখিনা।

চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ বলেন, ভৈরব নদ খননের উদ্বৃত্ত মাটি উত্তোলন বা বিক্রি করতে কাউকে অনুমোদন/ইজারা দেয়া হয়নি। যদি কেউ তা বলে থাকে তবে মিথ্যা বলেছে। আর যারা মাটি উত্তোলন করছে তারা অবৈধ পন্থা অবলম্বন করছে। তিনি আরো বলেন, যদি ভৈরব নদ খননের উদ্বৃত্ত মাটির কারণে জণগণের চলাচলের রাস্তায় বিঘ্ন ঘটে তাহলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) স্টিমেট করে ইজারা দিতে পারেন। তবে এখন পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলায় কাউকে ইজারা দেয়া হয়নি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রোকসানা মিতা বলেন, বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ডের। পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো প্রকার ইজারা দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই।

দামুড়হুদাতে ভৈরব নদী থেকে অবৈধ ভাবে ড্রেজার দিয়ে বালি উত্তোলন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ভৈরব নদী থেকে ড্রেজার মেশিন ভিড়িয়ে বালি উত্তোলন করছিলো কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের মৃত আলী খাবলির ছেলে জাব্বার খাবলী,হুদা পাড়ার নাজমুল হাসান গেগার ও কার্পাসডাঙ্গা ভূমিহীনপাড়ার লাবু। বিষয়টি নিয়ে মাস খানেক পূর্বে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে নড়েচড়ে বসে উপজেলা প্রশাসন।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)সজল কুমার দাসের নেতৃত্বে বালি উত্তোলনের ড্রেজার মেশিন জব্দ করে তা ইউনিয়ন পরিষদে রাখা

হয় ও উত্তোলন কৃত বালি জব্দ করা হয়।

আজ রোববার সকাল ১২ টার দিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী মো:আব্দুর রশিদ নিলাম পক্রিয়ার প্রধান হয়ে ১০ টি প্লাস্টিক ড্রাম,২ টি ইউপিভিসি পাইপ,২ টি ফ্লাক্সিবেল পাইপ,২ টি ডিজেল স্টার্ট,২ টি চায়না শ্যালো মেশিন ও ৮৬৮৭.৬০ সিএফটি বালির নিলাম ডাকার পক্রিয়া শুরু হয়।নিলামে অংশ গ্রহনের পূর্বে ডাকে অংশগ্রহনকারীরা সহ স্থানীয় অনেকে নিলাম কমিটিকে অবহিত করে ভৈরবনদীতে জব্দকৃত ৩ টি স্তুপের বালির পরিমান আনুমানিক প্রায় ২ হাজার গাড়ি।অথচ সেখানে যে পরিমান বালি দেখানো হয়েছে তা মাত্র ৭০ গাড়ি হবে। নিলামে সঠিক তথ্য গোপন করে ও বালির মাপ একেবারে কম দেখিয়ে পুকুর চুরির ঘটনা ঘটছে।

নিলাম কমিটি সহ এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মানববন্ধন হবে এমন হট্টগোল শুরু হলে নিলাম কমিটি কিছুক্ষন সময় চেয়ে বিষয়টা জেনে তারপর নিলাম পক্রিয়া শুরু হবে বলে জানান। কিছুক্ষন পর উপজেলা প্রকৌশলী ও নিলাম কমিটি প্রধান মো:আব্দুর রশিদ বলেন আমরা পুনরায় সরেজমিন যাচাই বাছাই করে তারপর লোকেশন ঠিক করে আবারো প্রকাশ্য নিলামের তারিখ জানানো হবে।এসময় তিনি আরো জানান আগামীতে যখন প্রকাশ্য যখন নিলাম ডাকা হবে তখন নোটিশ করা হবে ও মাইকিং এর ব্যাবস্থা করা হবে।

স্থানীয় এলাকাবাসী সহ সচেতন মহলের জোর দাবী বালি উত্তোলনের সাথে জড়িতরা যাতে প্রকাশ্য নিলামে অংশ গ্রহন করতে না পারে ও বালির সঠিক মাপের মাধ্যমে স্বচ্ছ পত্রিকায় প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হয় তার সুব্যাবস্থা করতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

প্রকাশ্য নিলামে কোন ধরনের মিথ্যা তথ্যা বা সঠিক চিত্র তুলে ধরা না হলে এলাকায় মানববন্ধন সহ বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষনা দেন এলাকাবাসী।

দামুড়হুদায় ভৈরব নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত অনুষ্ঠানে এমপি টগর

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এর উদ্যোগে দামুড়হুদার ভৈরব মরা নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে৷

এ উপলক্ষে শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার ভৈরব মরানদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করার মধ্যদিয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর ৷

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মাননীয় সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর। তিনি বলেন, আমরা মাছে ভাতে বাঙালি, তাই জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ। তিনি আরো বলেন, মৎস্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে একদিকে যেমন নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়, তেমনি সমৃদ্ধ হয় জাতীয় অর্থনীতি। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের জনগোষ্ঠীর শুধু পুষ্টি চাহিদা পূরণ নয়, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। বিদেশে মাছ রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।’

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা, দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হামিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ হয়রত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল করিম বিশ্বাস, দামুড়হুদা উপজেলা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম মুকুল, আব্দুল কাদের বিশ্বাস, শওকত আলী, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্র লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলী আবরার অপু, সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এর কর্মকর্তা বৃন্দ ।

উপজেলার ভৈরব নদীসহ বিভিন্ন জলাশয়ে অভ্যান্তরীণ মাছের পোনা

অবমুক্তকরন এর উদ্যোগ নেয় মৎস্য বিভাগ। এরই অংশ হিসেবে শনিবার উপজেলার ভৈরব মরা নদীতে ২০০ কেজি বিভিন্ন প্রজাতীর মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে৷

দামুড়হুদায় ভৈরব নদীর পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো (ওয়্যার) নির্মান কাজের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলার পাটাচোরা-সুবলপুর গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদীর উপর পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো (ওয়্যার) নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলি আজগার টগর প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত থেকে ২৮কোটি ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ব্যায়ে এই নির্মান কাজের উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার উন্নয়নরে সরকার, দেশে কোন কাচা রাস্তা নেই। গ্রাম থেকে সহর পর্যন্ত পিচ রাস্তা যাতায়াতে যেখানে এক ঘন্টা সময় লাগতো এখন ১০ মিনিটে সেই রাস্তা পাড়ি দেওয়া যায়। এই সরকারের আমলে বিশ্বের বড় বড় ধনী দেশের মত আমাদের দেশেও মেট্রোরেল চালু হয়েছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদায় ৮৫ কিঃ মিঃ ভৈরব নদি পূর্ণঃ খনন করা হয়েছে। এবার এই নদের উপর ওয়্যার নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হলো। এটা আপনাদের সম্পদ রক্ষা করা দায়িত্ব আপনাদের।

চুয়াডাঙ্গা পানিউন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রেকৌশলী আরিফ আহাম্মেদের সভাপতিত্বে, উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মঞ্জু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক হাজী সহিদুল ইসলাম ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যপক মন্সী আবু সাইফের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নাটাদা ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি,কার্পাসডাঙ্গা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ।